যে-কোনো সংগঠনের সফলতা বা ব্যর্থতার পিছনের নেতৃত্বের একটা ভূমিকা থাকে। বিদ্যালয় যেহেতু একটি সামাজিক সংগঠন, তাই এর সাফল্য বা ব্যর্থতা নেতৃত্বের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। তাই এই অধ্যায়ের শুরুতেই আমরা নেতৃত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করব।

## ❑ নেতৃত্ব (Leadership) ঃ

নেতৃত্ব হল কোনো একটি বিশেষ দলকে প্রভাবিত করার প্রক্রিয়া। একজন ব্যবস্থাপক তাঁর অধীনস্থ দলকে উজ্জীবিত করে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যগুলি অর্জন করাতে সচেষ্ট হন। সুতরাং বলা যেতে পারে, নেতৃত্ব হল এমন এক ধরনের কর্ম সম্পাদনের কৌশল, যার দ্বারা কোনো একটি সংগঠিত দল সম্মিলিতভাবে কাজ করে। অর্থাৎ একজন ব্যবস্থাপক অবশ্যই একজন নেতা।

## ❑ নেতৃত্বের সংজ্ঞা (Definition of leadership) ঃ

***Koontz*** ও ***O'Donnel***-এর মতে, নেতৃত্ব হল ব্যবস্থাপকের এমন একটি ক্ষমতা যার প্রভাবে অধস্তনরা আত্মবিশ্বাস ও আত্ম প্রত্যয়ে সঙ্গে বিভিন্ন কর্ম সম্পাদন করে (Leadership is the ability of a Manager to induce subordinates to work with confidence and zeal)।

***G.R. Terry***-এর মতানুযায়ী নেতৃত্ব হল দলস্থ ব্যক্তিদের সঙ্গে এমন একটি সম্পর্ক যার প্রভাবে ব্যক্তিরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে নেতৃত্বের ইচ্ছা অনুযায়ী বিভিন্ন কার্যাবলি সম্পাদন করে। (Leadership is the relationship in which one person, the



Scanned with CamScanner

leader, influences other to work together willingly on related task to attain that which the leader desires).

উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলি থেকে এটা পরিষ্কার যে, নেতৃত্ব হল কোনো একটি দলকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা। ওই ক্ষমতার প্রভাবে দলের অধীনস্থ ব্যক্তিরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাদের ক্ষমতা ও আগ্রহ অনুযায়ী বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণ করে এবং প্রতিষ্ঠানকে তার লক্ষ্যে পৌঁছোতে সাহায্য করে।

### ❑ নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্যাবলি (Characteristics of leadership) ঃ

নেতৃত্বের বিভিন্ন দিক বিচারবিশ্লেষণ করলে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ করা যায়—

(ক) নেতৃত্ব হল অনুগামীদের প্রভাবিত করার প্রক্রিয়া।

(খ) নেতৃত্ব পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে। কোনো কোনো পরিস্থিতিতে নেতৃত্ব স্বৈরতান্ত্রিক আচরণ গ্রহণ করে। সাধারণ ব্যবস্থাপনাতে এই ধরনের নেতৃত্ব লক্ষ করা যায়। আবার কোনো কোনো পরিস্থিতিতে অনুসরণকারীর নেতৃত্বের উপদেশ, নির্দেশনা ইত্যাদি গ্রহণ করে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এই ধরনের নেতৃত্বের সন্ধান পাওয়া যায়।

(গ) নেতৃত্ব অনুসরণকারীদের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা সঞ্চার করে।

(ঘ) নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনের জন্য পথপ্রদর্শন করে।

(ঙ) নেতৃত্ব অনুসরণকারীদের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক কাজে লিপ্ত থাকে।

(চ) নেতৃত্ব অনুসরণকারীদের সঙ্গে সবসময় যোগাযোগ রেখে চলে।

### ❑ নেতৃত্বের প্রকারভেদ (Types of leadership) ঃ

আমরা আগেই আলোচনা করেছি যে, পরিস্থিতির উপর নেতৃত্বের ধরন নির্ভর করে। তবে ব্যবস্থাপনার গ্রন্থপঞ্জিতে 4 ধরনের নেতৃত্বের সন্ধান পাওয়া যায়।

(ক) কর্তৃত্বসুলভ নেতৃত্ব (Authoritarian Leadership)।

(খ) গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব (Democratic Leadership)।

(গ) উদাসীন নেতৃত্ব (Laissez-faire Leadership)।

(ঘ) পিতৃত্বসুলভ নেতৃত্ব (Paternalistic Leadership)।

আমরা এখন ওই সমস্ত নেতৃত্বের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করব।

### ● (ক) কর্তৃত্বসুলভ নেতৃত্ব (Authoritarian leadership) ঃ

এই ধরনের নেতৃত্ব তার অনুসরণকারীদের উপর নির্দেশ প্রদান করে। এই নেতৃত্ব দলের সমস্ত সিদ্ধান্ত নিজে গ্রহণ করেন এবং তাঁর দলের অন্যান্য সদস্যদের বাস্তবায়িত করার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি এইসব ব্যাপারে তাঁর

Scanned with CamScanner

অধস্তনদের সঙ্গে কখনোই আলাপ-আলোচনা করার প্রয়োজন বোধ করেন না। বরং তিনি শাস্তি বা ভয় দেখিয়ে কার্যোদ্ধার করার চেষ্টা করেন। **এই ধরনের নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্যগুলি হল ঃ**

(i) অতিরিক্ত ক্ষমতা প্রাপ্তি।
(ii) সমস্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা।
(iii) অধস্তনদের নির্দেশনাদান।
(iv) উৎপাদনশীলতার উপর গুরুত্ব।
(v) অধস্তনদের মত প্রকাশের স্বাধীনতা না থাকা।

**তবে এই ধরনের নেতৃত্বের অসুবিধাগুলি হল ঃ**

(i) অধস্তনরা বেশির ভাগ স্বতঃস্ফূর্তভাবে কোনো কাজে অগ্রসর হতে চায় না।
(ii) অধস্তনরা সবসময় ভীতিমূলক পরিবেশে কাজ করতে বাধ্য হয়।

● **গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব (Democratic leadership) ঃ**

এই ধরনের নেতৃত্ব অনুসরণকারীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার পর সমস্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই নেতৃত্ব সর্বদাই তাঁর অনুসরণকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন এবং দলের সমস্ত সিদ্ধান্ত প্রতিটি সদস্যের কাছে পৌঁছে দেন। **এই নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্যগুলি হল—**

(i) এই নেতৃত্ব অনুসরণকারীদের উপর দায়িত্বভার অর্পণ করেন।
(ii) উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে দল পরিচালনা করেন।
(iii) অনুসরণকারীদের সাহায্য-প্রার্থনা করেন।
(iv) অনুসরণকারীরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ পায়।

**এই নেতৃত্বের সুবিধাগুলি হল ঃ**

(i) এই নেতৃত্ব সংগঠনের মধ্যে গতিশীলতা আনতে সক্ষম হন।
(ii) এই নেতৃত্বের প্রভাবে অনুসরণকারীদের মধ্যে নৈতিকতাবোধ জাগ্রত হয়।
(iii) অনুসরণকারীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণ করে।
(iv) এই নেতৃত্বের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ নেতা তৈরি হয়।

**এই ধরনের নেতৃত্বের প্রধান অসুবিধাগুলি হল ঃ**

(i) সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে অনেক সময় লাগে।
(ii) সিদ্ধান্তগুলি রূপায়ণে অযথা বিলম্ব ঘটে।
(iii) অনুসরণকারীরা অনেক সময় স্বাধীনভাবে কাজ করতে শুরু করে। ফলে নেতৃত্ব সবসময় তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয় না।

Scanned with CamScanner

### ● উদাসীন নেতৃত্ব (Laissez-faire type leadership) ঃ

এই ধরনের নেতৃত্ব তাঁর সমস্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য অধস্তনদের উপর অর্পণ করে নিশ্চিন্তে থাকেন। এই নেতৃত্ব ক্ষমতা প্রয়োগ করতে ভয় পান। অনুসরণকারীর নেতৃত্ব থেকে কোনোরূপ অনুপ্রেরণা পায় না। ফলে সংগঠনের লক্ষ্যে পৌঁছোনো প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। এর বৈশিষ্ট্যগুলি হল ঃ

(i) সংগঠনের উপর নেতৃত্বের কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না।

(ii) সংগঠন দিশাহীন হয়ে পড়ে।

(iii) নেতৃত্ব দায়িত্ব এড়িয়ে যান। ফলে অনুসরণকারীদের উপর যে ধরনের উৎসাহ বা অনুপ্রেরণা সঞ্চার করা প্রয়োজন তা পরিলক্ষিত হয় না।

এর প্রধান অসুবিধাগুলি হল ঃ

(i) এই ধরনের নেতৃত্ব সমান্তরাল প্রশাসন গড়ে উঠতে সহায়তা করে। ফলে দলের মধ্যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রবলভাবে মাথা চাড়া দেয়।

(ii) অনুসরণকারী তাদের উপর অর্পিত কাজের কোনো দিক (direction) খুঁজে পান না। ফলে সময় ও শ্রমের অপচয় ঘটে।

(iii) কোনো অনুসরণকারী নেতৃত্বে দক্ষ হলে তিনি পূর্ববর্তী নেতাকে অনুসরণ না করে নিজের স্বাধীনতায় বিভিন্ন কার্য সম্পাদন করে থাকেন।

### ● পিতৃসুলভ নেতৃত্ব (Paternalistic leadership) ঃ

পরিবারে পিতার যেমন ভূমিকা থাকে, এই ধরনের নেতৃত্ব অনুরূপ ভূমিকা পালন করে থাকেন। এই নেতৃত্ব কিছুটা কর্তৃত্বসুলভ ও কিছুটা গণতান্ত্রিক প্রকৃতির। এখানে অনুসরণকারীদের স্বাধীনতাও আছে, আবার নিয়ন্ত্রণও আছে।

উপরোক্ত 4 ধরনের নেতৃত্বের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, প্রত্যেক ধরনের নেতৃত্বে কিছু না কিছু অসুবিধা রয়েছে। পরিস্থিতির উপর নেতৃত্বের ধরন যেমন নির্ভর করে, তেমনি কাজের প্রকৃতির উপর নেতৃত্বের ধরন নির্ভর করে। ওই চার ধরনের নেতৃত্বের মধ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষার লক্ষ্যগুলি অর্জন করার জন্য ওই ক্ষেত্রে নিযুক্ত সমস্ত কর্মীদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা একান্তভাবে কাম্য। এর জন্য প্রত্যেকটি কর্মীর সঙ্গে নেতৃত্বের যোগাযোগ খুবই প্রয়োজন। কর্মীদের মধ্যে পারস্পরিক মানবিক সম্পর্ক ও শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে। ওই সমস্ত কাজগুলি একত্রে সম্পাদন করতে পারে একমাত্র গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব। সেইজন্য আধুনিক শিক্ষাবিদগণ শিক্ষা প্রশাসনের গণতান্ত্রিক নেতৃত্বের উপরই অধিক জোর দিয়েছেন।

Scanned with CamScanner

● **গণতান্ত্রিক ও কর্তৃত্বসুলভ নেতৃত্বের মধ্যে পার্থক্য (Difference between democratic and authoritarian leadership) ঃ**

| | গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব | কর্তৃত্বসুলভ নেতৃত্ব |
|---|---|---|
| 1. *প্রকৃতি (Nature)* | 1. গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব গণতান্ত্রিক নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। | 1. গণতান্ত্রিক নীতির উপর ভিত্তি করে এই ধরনের নেতৃত্বের কার্যকলাপ পরিচালিত হয় না। |
| 2. *সিদ্ধান্ত গ্রহণ* | 2. সিদ্ধান্ত গ্রহণকালে সদস্যদের মতামত গৃহীত হয় এবং সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে যে-কোনো সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সেইজন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণে অনেক সময় নষ্ট হয়। | 2. সিদ্ধান্ত গ্রহণকালে সদস্যদের মতামত উপেক্ষিত হয় বা কোনো মতামত জানতে চাওয়া হয় না। সেইজন্য সিদ্ধান্ত অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে গৃহীত হয়। |
| 3. *সদস্যদের সাথে সম্পর্ক* | 3. বন্ধুত্বপূর্ণ ও পারস্পরিক সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। অর্থাৎ নেতৃত্বের সঙ্গে সদস্যদের হার্দিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ধরনের নেতৃত্বে অনুভূমিক (horizontal) সম্পর্ক গড়ে ওঠে। | 3. এই ধরনের নেতৃত্বে আলম্বিক (vertical) সম্পর্ক তৈরি হয়। অর্থাৎ নেতৃত্ব সংগঠনের শীর্ষে অবস্থান করে এবং বাকি সদস্যরা তাঁর অধস্তন (sub-ordinate) হিসাবে বিবেচিত হয়। |
| 4. *মত প্রকাশের স্বাধীনতা* | 4. এই ধরনের নেতৃত্বে সদস্যরা স্বাধীন মতামত প্রকাশ করতে পারে। | 4. কর্তৃত্বসুলভ নেতৃত্বে সদস্যদের স্বাধীন মতামত প্রকাশ করার কোনো অবকাশ নেই। |
| 5. *কর্ম পরিবেশ* | 5. গণতান্ত্রিক নেতৃত্বের অধীনে সদস্যরা হার্দিক পরিবেশে (congenial climate) কাজ করার সুযোগ পায়। | 5. সদস্যরা সবসময় ভীতিমূলক পরিবেশে কাজ করেন। |
| 6. *ক্ষেত্র (Area)* | 6. সাধারণত শিক্ষাব্যবস্থাপনায় এই ধরনের নেতৃত্বের প্রতিফলন দেখা যায় যদিও ব্যতিক্রম দেখা যেতে পারে। | 6. সাধারণ ব্যবস্থাপনায় এই ধরনের নেতৃত্বের প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়, যদিও ব্যতিক্রম বিদ্যমান। |

Scanned with CamScanner